মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কামরুল হাসানের গণসংযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডে বিএনপির ৩১ দফা দাবি প্রচারে লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার (৭ সেপ্টেম্বর) বিকেলে সদর উপজেলার শ্যামপুর ইউনিয়নের মীরপাড়া ও শেখ পাড়ায় জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের নেতৃত্বে এই কর্মসূচি পরিচালিত হয়। তিনি এলাকাবাসীর হাতে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত ৩১ দফা দাবি সম্বলিত লিফলেট তুলে দেন এবং স্থানীয়দের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

গণসংযোগ কর্মসূচিতে জেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা অংশ নেন। তাদের মধ্যে ছিলেন জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সাবেক সদস্য আলমগীর খান ছাতু, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব এ বাঁকা বিল্লাহ, জেলা শহীদ জিয়া স্মৃতি সংসদের সভাপতি আলিফ আরাফাত, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি আকসেদ আলী, আমদহ ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইলিয়াস হোসেন, সাধারণ সম্পাদক সাব্বির রহমান, শ্যামপুর ইউনিয়ন বিএনপির ৪নং ওয়ার্ডের সভাপতি ফজলুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হোসেন, ইউনিয়ন বিএনপির নেতা শামসুর রহমান সুইট, মারুফ, দবিরউদ্দিন, নাহিদসহ স্থানীয় বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত আসামির মুক্তির দাবিতে গাংনীতে

মানববন্ধন

জাসদের কেন্দ্রীয় সভাপতি কাজী আরেফসহ দলটির কেন্দ্রীয় ৫ নেতা হত্যা মামলার ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি রওশন আলীর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে মানববন্ধন করেছেন এলাকাবাসী।

মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের গাংনী উপজেলা পরিষদ গেটে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন রওশন আলীর ছেলে আমির হামজা। এছাড়া এলাকার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নিয়ে রওশন আলীর মুক্তির দাবি জানান।

উল্লেখ্য, ১৯৯৯ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার কালিদাসপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে সন্ত্রাসবিরোধী এক জনসভা চলাকালীন সময়ে সন্ত্রাসীরা এলোপাতাড়ি গুলি ও বোমা হামলা চালায়। ঘটনাস্থলে নিহত হন জাসদের কেন্দ্রীয় সভাপতি কাজী আরেফ আহমেদ, কুষ্টিয়া জেলা জাসদের সভাপতি লোকমান হোসেন, সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইয়াকুব আলী, স্থানীয় জাসদ নেতা ইসরাইল হোসেন ও সমশের মণ্ডল।

ঘটনার দিনই পুলিশ বাদী হয়ে হত্যা মামলা দায়ের করে। চাঞ্চল্যকর এই হত্যাকাণ্ডের সাড়ে ৫ বছর পর ২০০৪ সালের ৩০ আগস্ট কুষ্টিয়া জেলা ও দায়রা জজ আদালত ১০ আসামির ফাঁসি ও ১২ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেন। আপিলের পর ২০০৮ সালের ৫ আগস্ট হাইকোর্ট রওশন আলীসহ ৯ জনের ফাঁসির আদেশ বহাল রাখে এবং একজনকে খালাস দেয়। এছাড়া ১২ জনের সাজা মওকুফ করা হয়।

এসময় মামলার এজাহারভুক্ত ১৯ নং আসামি রওশন আলী পলাতক ছিলেন। ২০২১ সালের ১৬ আগস্ট রাজশাহী থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বর্তমানে তিনি যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারে রয়েছেন।

পরিবারের দাবি, আওয়ামী লীগ সরকারের রোষানলে পড়ে তৎকালীন কাজিপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রওশন আলীকে এই মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে।

কালীগঞ্জে জমির ন্যায্য মূল্যের দাবিতে মানববন্ধন ও স্মারকলিপি প্রদান

ঝিনাইদহ-যশোর মহাসড়ক ৬ লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পে অধিগ্রহণকৃত জমির মালিকরা রোববার ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে মানববন্ধন কর্মসুচি পালন করেছে।

মানববন্ধন শেষে দুপুরে বৈষম্য নিরসন ও ন্যায্যমুল্য নিশ্চিত করতে জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

স্মারকলিপি প্রদানের সময় ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের পক্ষে হাজী মো. শহিদুল ইসলাম, ওবায়দুল ইসলাম পাটোয়ারী, ফরিদ উদ্দিন মিয়া, জালাল উদ্দীন ও আবু জাফর প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মালিকরা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল আওয়ালের কাছে অভিযোগ করেন, ৭ ধারা ও ৮ ধারার নোটিশ পাওয়ার পর তারা তাদের মতামত তুলে ধরতে পারেনি। এতে ন্যায্য মুল্য নিশ্চিত না হওয়ায় কয়েক হাজার পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন। ফলে পুনঃতদন্ত করে জমির মূল্য নির্ধারণের জন্য দাবী জানানো হয়।

স্মারকলিপি প্রদানের সময় জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল আওয়াল জমির মালিকদের দাবী ধৈর্য্য সহকারে শোনের এবং তাদের দাবী যথাস্থানে পৌছে দেবার আশ্বাস দেন।

উল্লেখ্য, ঝিনাইদহ-যশোর মহাসড়ক ৬ লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প শুরুর পর থেকে ক্ষতিগ্রস্থ জমির মালিকরা তাদের দাবী পুরণের জন্য আন্দোলন করে যাচ্ছেন। ক্ষতিগ্রস্থ জমির মালিকরা অধিগ্রহণকৃত জমির ৮ ধারা প্রত্যাহার, পুনরায় সার্ভে করে স্থাপনা ও জমির বর্তমান ন্যায্যমূল্য নির্ধারণ করা না হলে তারা হরতাল, অবরোধ ও প্রয়োজনে আত্মহুতি দেওয়া হবে বলেও হুসিয়ারী দেন।

কালীগঞ্জে জমির ন্যায্য মূল্যের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন

ঝিনাইদহ-যশোর মহাসড়ক ৬ লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পে অধিগ্রহণকৃত জমি ও ভবনের ন্যায্য মুল্য নিশ্চিতের দাবীতে সংবাদ সম্মেলন করেছে জমি ও ভবন মালিকরা।

শনিবার (২৩ আগস্ট) বেলা ১১টার সময় কালীগঞ্জ উপজেলা শহরের মটর মালিক সমিতির কার্যালয়ে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন, স্থানীয় পত্রিকা দৈনিক নবচিত্র পত্রিকার প্রধান সম্পাদক ও উপজেলার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আলহাজ্ব শহিদুল ইসলাম। এসময় কালীগঞ্জ উপজেলার অধিগ্রহনকৃত জমির শতাধিক মালিক উপস্থিত ছিলেন।

লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, ২০২০ সালে ৬ লেন প্রকল্প পাশ হওয়ার পর ২০২২ সালে জমি ও ভবন অধিগ্রহনের কাজ শুরু করে। অধিগ্রহনে যে জমি বর্তমান মুল্য ৫ লাখ টাকা শতক সেই জমির মূল্য দেওয়া হচ্ছে ১হাজার ৮শ টাকা। অনেক স্থানে জমি বাণিজ্যিক হলেও তা ধরা হয়েছে ডোবা বা ধানী শ্রেণির। ৭ধারায় আবেদন করলেও প্রশাসন জমি মালিকদের না ডেকে ৮ ধারার নোটিশ দেওয়া হয়েছে এই নোটিশ অনুযায়ি সড়কের উভয় পাশের জমি শ্রেণি অনুযায়ি এক শতক জমির বর্তমান বাজার মূল্য ৫ থেকে ৪০ লাখ টাকা। সেখানে এসব জমির মূল্য কোথাও কোথাও ২ থেকে ৫ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। যা কিনা অর্ধশত বছর পূর্বের মৌজা রেট। এমন হটকারী মূল্যে জমি অধিগ্রহনের ফলে পথে বসতে চলেছে কালীগঞ্জ উপজেলার বারবাজার থেকে ফুলবাড়ি পর্যন্ত ১৯টি মৌজার প্রায় ৪ হাজার জমির মালিক। তিনি আরো বলেন, সড়কের দুই পাশে যেসব জমি নিয়ে আমরা ব্যবসা ও বসবাস করছি, তা আমাদের বাপ দাদার সম্পত্তি। বংশানুক্রমে আমরা এসব ভূমি ব্যবহার করে জীবন জীবিকা নির্বাহ করে আসছি। তাই অধিগ্রহণকৃত জমির ৮ ধারা প্রত্যাহার ও জমি ও ভবনের যে মূল্য নির্ধারন করা হয়েছে তা বন্ধ করে পুনরায় সার্ভে করে স্থাপনা ও জমির বর্তমান মুল্য নির্ধারনের দাবী জানান। তাদের দাবি মানা না হলে জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে আমরা আইনি হস্তক্ষেপ, হরতাল ও

অবরোধের মত কঠোর আন্দোলনের পথ বেছে নেব। বিষয়টি শুরাহার জন্য জমির মালিকরা কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

বেতন বাড়ানোর দাবিতে পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের মেহেরপুর পৌরসভা ঘেরাও

মেহেরপুরে পৌরসভা ভবন ঘেরাও করে বিক্ষোভ করেছেন পরিচ্ছন্নতা কর্মীরা। বুধবার (২০ আগস্ট) বেলা ১১টার দিকে বেতন বৃদ্ধি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার দাবিতে এ কর্মসূচি পালন করা হয়।

প্রায় দুই ঘণ্টাব্যাপী এ কর্মসূচির ফলে পৌরসভার স্বাভাবিক কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়।

জানা গেছে, পৌরসভার পরিচ্ছন্নতাকর্মী হিসেবে নিয়োজিত হরিজন সম্প্রদায়ের লোকজন দীর্ঘদিন ধরে বেতন-ভাতা বৃদ্ধির দাবি জানিয়ে আসছিলেন। বুধবার তারা ব্যানার-প্ল্যাকার্ড নিয়ে পৌরসভা প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে স্লোগান দেন। এ সময় তারা ময়লা পরিষ্কার না করার হুমকি দিয়ে তাৎক্ষণিক বেতন বাড়ানোর দাবি জানান।

পৌরসভা সূত্রে জানা যায়, বিষয়টি মাসিক সভায় আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের আশ্বাস দেওয়া হলেও কর্মীরা উত্তেজিত হয়ে ওঠেন এবং কিছু কর্মচারীর সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর একটি টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছে।

পরে পৌর প্রশাসক তারিকুল ইসলাম ঘটনাস্থলে এসে পরিচ্ছন্ন কর্মীদের আশ্বস্থ করেন। তিনি বলেন, তাদের দাবিগুলো গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হবে। প্রশাসকের আশ্বাসের পর দুপুর ১টার দিকে বিক্ষোভকারীরা কর্মসূচি প্রত্যাহার করে কাজে যোগ দেন।

এই ঘটনায় পৌরবাসীর মধ্যে সাময়িক ভোগান্তি তৈরি হলেও পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণভাবে মীমাংসা হয়েছে বলে জানিয়েছে প্রশাসন।

রেল লাইন, মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবিতে ঝিনাইদহে মানববন্ধন

ঝিনাইদহ জেলা শহরে রেল সংযোগ, মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে। শনিবার সকালে শহরের পায়রা চত্বরে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে রেল লাইনম মেডিকেল কলেজ বাস্তবায়ন কমিটি। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে সংগঠনটির নেতৃবৃন্দ ছাড়াও, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ব্যবসায়ীরা অংশ নেয়।
মানববন্ধন শেষে এক সমাবেশে, ঝিনাইদহ জেলা জজ আদালতের পিপি এ্যাড এস এম মশিয়ূর রহমান, দৈনিক নবচিত্র পত্রিকার সম্পাদ এ্যাড আলাউদ্দীন আজাদ, জেলা বিএনপি’র সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মজিদ বিশ্বাস, মানবাধিকার কর্মী আমিনুর রহমান টুকু, এন এম শাহজালাল, সাবেক কমিশনার মাহবুবুর রহমান শেখর, দোকান মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদ মনিরুজ্জামান খান মিঠু, মাওলানা মুফতি আরিফ বিল্লাহ, মাওলানা মমতাজুল করিম, কামরুজ্জামান পিন্টু ও এ্যাড মনিরুল ইসলাম মিল্টনসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।
মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, ঝিনাইদহবাসীর বহু দিনের স্বপ্ন রেললাইন, মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় এখনো বাস্তবায়িত হয়নি। এসব স্থাপনা হলে শুধু জেলার মানুষ নয়, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে। তাছাড়া এসব প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অনেক সহযোগী প্রতিষ্ঠান রয়েছে।
বক্তাদের দাবি, অবিলম্বে এ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। নইলে আন্দোলন আরও তীব্র আকারে ছড়িয়ে দেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন তারা। মানববন্ধন শেষে রেল লাইন, মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবিতে মিছিল বের হয়।

মেহেরপুরে জেলা বিএনপির ৩১ দফা দাবিতে গণসংযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে বিএনপির ৩১ দফা দাবির প্রচারে লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার (১৩ আগস্ট) বিকেলে জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের নেতৃত্বে এ কর্মসূচি পরিচালিত হয়।

এ সময় তিনি বুড়িপোতা ইউনিয়নের হরিরামপুর, ইছাখালী ও ঝাঁঝা গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের হাতে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত ৩১ দফা দাবি সম্বলিত লিফলেট তুলে দেন এবং মতবিনিময় করেন।

গণসংযোগকালে অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেন, “নির্বাচন নিয়ে এনসিপির নেতা বলেছেন ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হতে দেওয়া যাবে না। বর্তমান সরকার নির্বাচন নিয়ে তালবাহানা করতে পারে। তাই আমাদের সকলকে প্রস্তুত থাকতে হবে এবং ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।”

গণসংযোগে জেলা বিএনপির সদস্য আনহারুল হক, হাফিজুর রহমান হাফী, মীর ফারুক, পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল লতিব, সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা, বুড়িপোতা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি নাসির উদ্দিন, আমদহ ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইলিয়াস হোসেন, সাবেক সদর থানা যুবদল সভাপতি হাসিবুজ্জামান স্বপনসহ স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা অংশ নেন।

বিএনপি নেতারা জানান, দেশের প্রতিটি অঞ্চলে এভাবে লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ চালিয়ে জনগণকে ৩১ দফা দাবির বিষয়ে অবহিত করা হবে।

মেহেরপুরে বিএনপির ৩১ দফা দাবির লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ

মেহেরপুরের শহরে ও আহমদ ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে বিএনপির ৩১ দফা দাবি জনগণের মাঝে প্রচারের লক্ষ্যে লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ কর্মসূচি করেছে মেহেরপুর জেলা বিএনপি।

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) বিকেলে জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের নেতৃত্বে এ কর্মসূচি পরিচালিত হয়।

তিনি পন্টের ঘাট, বামনপাড়া, বন্দর ও চকশ্যামনগর গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের হাতে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত ৩১ দফা দাবি সম্বলিত লিফলেট তুলে দেন এবং মতবিনিময় করেন।

এ সময় কামরুল হাসান বলেন, আমরা জাতীয়তাবাদী আদর্শের দল, বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ দল, সামনে যে নির্বাচন হবে সেই নির্বাচনে আমাদের প্রিয় নেতা, ১৮ কোটি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমান বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হবে, ইনশাল্লাহ।

তিনি আরো বলেন, কোন কারণে ভোট যদি এই সরকার বিলম্বিত করতে চায়, তাহলে আপনাদের সকলকে রাস্তায় নেমে ভোট আদায় করে ছাড়তে হবে। আমরা চাই এদেশে গণতন্ত্র আসুক, সমস্ত মানুষ স্বাভাবিক জীবন যাপন করুন, সংবিধানে যেসব চাওয়া-পাওয়া আছে, সেভাবে জীবন যাপন করুক। এই ফ্যাসিস্টের যতদিন না পর্যন্ত এই বাংলাদেশের মাটিতে বিচার কার্যক্রম সম্পূর্ণ না হবে, ততদিন পর্যন্ত আমরা রাস্তায় থাকবো।

গণসংযোগে জেলা বিএনপি’র সদস্য আলমগীর খান ছাতু, মীর ফারুক হোসেন, জেলা বিএনপির সদস্য সাবেক পিপি আবু সালেহ নাসিম, পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল লতিব, সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমুল হোসেন মিন্টু, সাবেক সদর থানা যুবদলের সভাপতি হাসিবুল ইসলাম স্বপনসহ স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

বিএনপি নেতারা জানান, দেশের প্রতিটি অঞ্চলে এভাবে লিফলেট বিতরণ ও

গণসংযোগ চালিয়ে জনগণকে ৩১ দফা দাবির বিষয়ে অবহিত করা হবে।

মেহেরপুরে প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় সমঅধিকারের দাবিতে মানববন্ধন

“প্রাথমিক বৃত্তি নিয়ে বৈষম্য নয়, চাই সমঅধিকার” এই স্লোগানকে সামনে রেখে মেহেরপুরে কিন্ডারগার্টেন ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মানববন্ধন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সকালে বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন অ্যাসোসিয়েশন মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সামনে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

সংগঠনের জেলা শাখার সভাপতি জানে আলমের সভাপতিত্বে মানববন্ধনে বক্তব্য দেন কিডস ওয়াল্ডের পরিচালক ফজলুল হক মন্টু, শিক্ষক নাহিদা ইসলাম, জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষক সামসুর রহমান টুটুল, অনামিকা আইডিয়াল স্কুলের মো. আনিসুর রহমান, ফ্রেন্ডস ফাউন্ডেশন স্কুলের মো. ইমরান খান, গাংনী প্রি-ক্যাডেট অ্যান্ড হাই স্কুলের শিক্ষক জালাল আহমেদ, প্রতিভা কিন্ডারগার্টেন অ্যান্ড জুনিয়র গার্লস হাই স্কুলের লালচাঁদ আলী এবং কুড়ির মেলা কিন্ডারগার্টেনের মোস্তাফিজুর রহমান।

অংশগ্রহণকারীরা ২০২৫ সালের প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় কিন্ডারগার্টেন ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানান।

এ সময় জেলার বিভিন্ন কিন্ডারগার্টেন ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী হাতে প্ল্যাকার্ড ও ব্যানার নিয়ে মানববন্ধনে অংশ নেন।

স্বীকৃতি ও এমপিওভুক্তির দাবিতে প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়গুলোর স্মারকলিপি প্রদান

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত ১ হাজার ৭৭২টি অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও এমপিওভুক্তির দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান করেছে বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় সমন্বয় পরিষদ, মেহেরপুর জেলা শাখা।

আজ রবিবার সকালে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা বরাবর এ স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

স্মারকলিপি প্রদানকালে উপস্থিত ছিলেন, জেলা শাখার ‘সভাপতি ইনামুল হক এবং সাধারণ সম্পাদক রূপালী খাতুন।

স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়, দেশে দীর্ঘদিন ধরে ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত প্রতিবন্ধী বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সমাজের পিছিয়ে পড়া প্রতিবন্ধী শিশুদের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুনর্বাসনে এসব বিদ্যালয়ের অবদান অপরিহার্য।

স্মারকলিপিতে আরও বলা হয়, প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়স গুলোকে সরকারিভাবে স্বীকৃতির আওতায় আনার লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ২০০৯ ও ২০১৯ সালে বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা প্রণয়ন করে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৯ সালের ২০ ডিসেম্বর একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও এমপিওভুক্তির জন্য অনলাইন আবেদন আহ্বান করা হয়।

সেই প্রক্রিয়ায় মোট ২ হাজার ৭৪১টি প্রতিষ্ঠান আবেদন করে, যার মধ্য থেকে যাচাই-বাছাই শেষে ১ হাজার ৭৭২টি প্রতিষ্ঠানকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা হয়।

তবে স্মারকলিপিতে অভিযোগ করা হয় যে, ‘ক’ শ্রেণিভুক্ত এসব বিদ্যালয়ের পরিদর্শন কার্যক্রম অত্যন্ত ধীরগতিতে চলছে এবং অনেক ক্ষেত্রে তা স্থগিত রাখা হয়েছে। এর ফলে সারা দেশে প্রায় ৬০ হাজার শিক্ষক-কর্মচারী মানবেতর জীবনযাপন করছেন। পাশাপাশি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবনেও নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

স্মারকলিপিতে অবিলম্বে এসব বিদ্যালয়কে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও এমপিওভুক্তির কার্যকর নির্দেশনা জারি করার জন্য জোর দাবি জানানো হয়। বলা হয়, “রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও এমপিওভুক্তি নিশ্চিত হলে শিক্ষকরা না খেয়ে থাকবেন না এবং প্রতিবন্ধী শিশুরাও শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হবে না।”